بسم الله الرحمن الرحيم

AHMADIYYA
MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৬ নভেম্বর ২০২০

ইসলাম সম্পর্কে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির মন্তব্যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ইসলামী বিশ্বের মাঝে ঐক্যের আহ্বান জানালেন আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের বিশ্ব-প্রধান

MAKHZAN
TASAWEER

টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে আজ কিছু পূর্বে সাপ্তাহিক জুমুআর খুতবা প্রদানকালে আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) সাম্প্রতিককালে ফ্রান্সে মহানবী (সা.)-কে চিত্রিত করে অঙ্কিত ব্যঙ্গচিত্র পুনঃপ্রকাশের বিষয়ে নিন্দা জ্ঞাপন করেন। ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাখোঁ গত মাসে একটি বক্তৃতায় ইসলাম বর্তমানে একটি ‘সংকট’-এর মধ্যে রয়েছে এমন মন্তব্যে হুযূর আকদাস তাঁর প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“এখন আমি এদিকেও মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই যে, আজকাল অনেক দোয়ার প্রয়োজন, দোয়ার দিকে অনেক বেশি মনোযোগী হোন। আমরা তো নিজেদের জন্য এবং জামা’তের জন্য দোয়া করে থাকি, মুসলমানদের জন্যও সাধারণভাবে দোয়ার প্রয়োজন।

আজকাল মুসলমানদের বিরুদ্ধে অমুসলিম দেশের নেতৃবৃন্দ ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ ধারণা রাখেন। আর এটি স্পষ্ট যে, আজকাল গণতন্ত্রের যুগে নেতৃবৃন্দ জনগণকে খোদা মনে করে তাদের চিন্তাধারা অনুযায়ী বিবৃতি দিয়ে থাকেন এবং নীতি নির্ধারণ করে থাকেন। বা কখনো নিজেরাই তাদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করে এদিকে নিয়ে যান যে, খোদা নাই আর তোমরাই সব কিছু। যেখানে স্পষ্টভাবে বিবৃতি নাও দেন, সেখানেও তারা ইসলামের বিরুদ্ধে হৃদয়ে বিদ্বেষ ও সঙ্কীর্ণতা লালন করে থাকেন। আর জনসাধারণের একটি বড় অংশ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সাথে পরিচিত না হওয়ার কারণে মুসলমানদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে থাকেন। কাজেই আমাদের দোয়ার সাথে বিশ্ববাসীর সামনে ইসলামের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার জন্য প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে।

এমনিতে বিভিন্ন বিবৃতি তো এসেই থাকে, যেখানে পরোক্ষভাবে বা আকারে-ইঙ্গিতে কিছু বলা হয়। কিন্তু, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে যদি কোন পশ্চিমা নেতা ইসলাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো বিবৃতি দিয়ে থাকেন, তবে তিনি হলেন ফরাসি রাষ্ট্রপতি। তিনি ইসলামকে এমন এক ধর্ম হিসেবে অভিহিত করেছেন যা 'সংকট'-এর মধ্যে রয়েছে। সংকটের মধ্যে যদি কিছু থেকে থাকে, তবে এটি তাদের নিজেদের ধর্ম – যদিওবা তাদের কোন ধর্ম থেকে থাকে। সাধারণভাবে তারা তো কোন ধর্মেরই অনুসরণ করেন না, খ্রিষ্টধর্মকেও ভুলে বসেছেন। সংকটের শিকার তো এটি। যতদূর পর্যন্ত ইসলামের সম্পর্ক, এটি একটি জীবন্ত, বর্ধিষ্ণু এবং প্রাণচঞ্চল ধর্ম। আল্লাহ্ তা'লা সকল সময়ে এর সুরক্ষার ভার নিজের ওপর নিয়েছেন। আর এ যুগেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে এর প্রচার বিশ্বের সকল প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে।

প্রকৃত কথা এই যে, এ সকল ইসলামবিরোধী শক্তি ও ব্যক্তি এজন্যই ইসলামের এরূপ বিরুদ্ধাচরণ করেন, বিবৃতি দিয়ে থাকেন যে, তারা জানেন, মুসলিম বিশ্বের মাঝে কোন একতা নেই। অবশ্য, এখানে কানাডার প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করতে চাই। তিনি ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে অতি উত্তম এক বিবৃতি প্রদান করেছেন যে, এমন হওয়া উচিত নয়। অন্যের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত, ধর্মীয় নেতার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। কতই না ভালো হয় যদি অন্যান্য নেতৃবৃন্দের কানাডার প্রধানমন্ত্রীর এ উক্তি নিয়ে অভিনিবেশ করেন এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এর অনুসরণ করেন। কানাডার প্রধানমন্ত্রী এদিক থেকে প্রশংসার পাত্র, আর আমাদের তাঁর জন্য দোয়া করা উচিত। আল্লাহ তা'লা তাঁর বক্ষকে আরো উন্মোচিত করুন।

এটা স্পষ্ট যে মুসলমানদের মাঝে একতা নেই বলেই এসব কিছু হচ্ছে। মুসলমান দেশগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে লড়ছে। আভ্যন্তরীণ দলাদলি বাইরের বিশ্বের সামনে এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছে যে, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ রয়েছে। তারা যদি জানতো যে, মুসলমানগণ একতাবদ্ধ, আর তারা এক খোদা, এক রসূল (সা.)-এর মান্যকারী, এবং তাঁর খাতিরে তারা আত্মত্যাগ করতে জানেন, তাহলে আমরা কখনও অমুসলিম বিশ্বের পক্ষ থেকে এমন আচরণ পরিলক্ষ করতাম না। কখনো কোন সংবাদপত্রের এমন দুঃসাহস হতো না যে, তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কোন ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করে।

কয়েক বছর পূর্বে যখন মহানবী (সা.)-কে চিত্রিত করে প্রথমে ডেনমার্কে এবং এরপর পুনরায় ফ্রান্সে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয়, তখন সাময়িক হৈ চৈ করে মুসলমানদের মধ্য থেকে তাদের পণ্যসমূহ বয়কট, বা না কেনার ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। আর তারপর, কয়েক মাসের মধ্যে, সব চুপ হয়ে বসে যায়।

তখনও একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'তই মহানবী (সা.)-এর অনুপমসুন্দর জীবনাদর্শ বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরে সঠিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। এতে অনেক অমুসলিম, বিদগ্ধজন, নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ জনগণ আমাদের এ প্রয়াসের প্রশংসা করেছেন। আর এ কাজই আমরা আজও করে চলেছি। আমরা তাদেরকে বলে থাকি যে, কতক উদ্দেশ্যহীন ব্যক্তির বিভ্রান্ত ও অশুভ কর্মকে প্রকৃত ইসলামের প্রতি আরোপ করবেন না। কোন দেশের রাষ্ট্রপতির এটা কাজ না যে, তিনি কোন এক ব্যক্তির বিভ্রান্ত কর্মকে 'ইসলামের শিক্ষা' ও 'মুসলমানদের জন্য সংকট' বলে অভিহিত করে, এর দ্বারা নিজের জনগণকে আরো উস্কে দেন যে, এদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই, আর এ লড়াই আমরা জারি রাখবো। ঐ ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত পথ অনুসরণ করতে উস্কানী প্রদানকারী তিনি নিজেই।

আমি পূর্বেও এমন বিবৃতি দিয়েছি যে, ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করা বা মহানবী (সা.)-এর কোন প্রকারের অবমাননা যেকোন প্রকৃত মর্যাদাবোধসম্পন্ন মুসলমানের জন্য অসহনীয়। আর কোন কোন মুসলমানের আবেগকে এটি উত্তেজিত করতে পারে, বরং করে থাকে। এতে যদি এমন ব্যক্তি বে-আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, কেউ আইনকে নিজের হাতে তুলে নেয়, তবে তাকে প্ররোচিত করার দায় সেই ব্যক্তি, বা সরকার, বা সেই তথাকথিত বাক-স্বাধীনতার উপর বর্তাবে। এভাবে অমুসলিম বিশ্বই এদের আবেগকে উত্তেজিত করে।

যখন এ ব্যঙ্গচিত্রের বিষয়টি প্রথমবার উদয় হয়, তখন আমি ধারাবাহিক কতকগুলো জুমুআর খুতবায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার সঠিক ইসলামী পদ্ধতি স্পষ্ট করে উপস্থাপন করেছিলাম যে, আমাদের সঠিক প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিত আর কেমন আচরণ করা উচিত। যেমনটি আমি বলেছি, এর একটি খুবই ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল, আর আমরা আজও সেই পদ্ধতিতে কাজ করে চলেছি।

এরপর যখন হল্যান্ডের একজন রাজনীতিবিদ ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলেন, আমি হল্যান্ডে একটি খুতবা প্রদান করেছিলাম, যেখানে আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি সম্পর্কে তাকে সতর্ক করেছিলাম। এতে তিনি এই মিথ্যা অভিযোগ করেন যে, আমি তাকে মৃত্যুর হুমকি দিয়েছি এবং সরকারকে আহ্বান জানান যেন আমার হল্যান্ডে প্রবেশ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় এবং আমার বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করা হয়।[1]

যাহোক, আইনের সীমার মধ্যে থেকে, আমরা সব সময় আমাদের সর্বোচ্চ সাধ্য অনুযায়ী, ইসলাম এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে নেয়া সকল পদক্ষেপের উত্তর দিয়ে থাকি, এবং দিতে থাকবো। আর এর ফলও প্রকাশ পায়। এই সমাধানই আমরা উপস্থাপন করছি যে, দেশীয় আইনের গণ্ডির মধ্যে থেকে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

সর্বোপরি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর আমাদের দরূদ প্রেরণ করা উচিত এবং দোয়া করা উচিত। আমার পূর্ববর্তী কয়েকটি খুতবায় এ বিষয়ে আহ্বানও করেছি। আমাদের সম্পর্কে অ-আহমদী মুসলিম নেতাদের কঠোর উক্তি সত্ত্বেও, আমরা সর্বদা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার আলোকে এর সুরক্ষা করে এসেছি এবং করে যাবো, ইনশাআল্লাহ্।

এক, বা দুই, বা চার ব্যক্তিকে হত্যা করে সাময়িক জোশ হয়তো প্রশমিত হবে, তবে এটি কখনো স্থায়ী সমাধান হবে না। যদি মুসলিম উম্মাহ একটি স্থায়ী সমাধান প্রত্যাশা করে তবে, যেভাবে আমি বলেছি, সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে একতাবদ্ধ হতে হবে। সম্প্রতি ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় তুরস্কের রাষ্ট্রপতি এবং অন্য কয়েকটি দেশ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। কিন্তু, সকল মুসলিম দেশ একত্রিত হয়ে সমবেত কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলে তার যে সম্ভাব্য প্রভাব হতে পারতো, তার তুলনায়, তাদের প্রতিক্রিয়ার তেমন কোন বড় প্রভাব পড়বে না। বলা হচ্ছে যে তুরস্কের প্রতিক্রিয়ার পর ফরাসি রাষ্ট্রপতি তার সুর নরম করে বলছেন যে, আমি যা বলেছিলাম তার অর্থ এই না ইত্যাদি। কিন্তু, তিনি তার এ অবস্থানে অটল ছিলেন যে, তিনি যা আগে বলেছিলেন, তা সঠিক ছিল। কিন্তু, যদি ৫৪-৫৫টি মুসলিম দেশ এক সুরে কথা বলতো, তবে ফরাসি রাষ্ট্রপতি এরকম আমতা-আমতা করতেন না, তাঁর ক্ষমা চাওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকতো না, তাঁকে নতজানু হতেই হত।

যাহোক, আমি এখানে সংক্ষেপে এতটুকুই বলতে চেয়েছিলাম যে, দোয়া করুন, মুসলমান দেশগুলো কমপক্ষে অমুসলিমদের সামনে যেন একতাবদ্ধ হয়ে কথা বলে, তারপর দেখুন কেমন প্রভাব পড়ে। আমরা তো আমাদের কাজ করে যাচ্ছি এবং ইনশাআল্লাহ্ করে যেতে থাকবো। কেননা ইসলামের অনুপম সুন্দর শিক্ষাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়াটা মুহাম্মদী মসীহ্-এর অনুসারীদের দায়িত্ব। হযরত মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দৃষ্টিনন্দন চরিত্রকে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করুন, আর ততদিন পর্যন্ত স্বস্তির বিশ্রাম গ্রহণ করবেন না, যতদিন সমগ্র বিশ্বকে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পতাকাতলে একত্রিত না করেন। বিশ্ববাসীকে অবহিত করুন যে, তোমাদের স্থায়িত্ব এরই মাঝে নিহিত যে, তোমরা এক খোদা কে চেনো এবং সর্বপ্রকার অন্যায়কে দূর করো।

কয়েক মাস পূর্বে, এ কোভিড মহামারীর মাঝেই, আমি আরো একবার কতক সরকার প্রধানকে সম্বোধন করে চিঠি লিখেছিলাম। তখন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতিকেও লিখেছিলাম। আর তাতে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় তাঁকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছিলাম যে, এ সকল বিপদ-আপদ আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে অন্যায়-অবিচারের ফলস্বরূপ এসে থাকে। এজন্য আপনার এদিকে মনোযোগ দেয়া আবশ্যক। অতএব, অন্যায়-অবিচার শেষ করুন আর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করুন। আর সত্যের ভিত্তিতে নিজ বিবৃতিসমূহ প্রদান করুন।

আমরা আমাদের যে দায়িত্ব, তা পালন করেছি, আর করে যেতে থাকবো। এখন এটি তাদের মর্জি যে, তারা এটা উপলব্ধী করবে, কি করবে না; কিন্তু, মুসলিম উম্মাহ্‌কে কোন অবস্থাতেই আমাদের দোয়ায় ভুলে গেলে চলবে না। আল্লাহ্ তা'লা তাদের তৌফিক দিন যে, তারা যেন হযরত মুহম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রকৃত সেবককেও চিনে নেন।

আর বিশ্ববাসীরও সাধারণভাবেও চিন্তা করা উচিত যে, এভাবে যদি খোদা তা'লা থেকে দূরে সরে যেতে থাকেন, তবে ফলস্বরূপ তাদের ধ্বংস ছাড়া আর কিছু হবে না। সাধারণভাবে, আমাদেরও এ প্রয়াস থাকা উচিত যে বিশ্ববাসীকে আল্লাহ তা'লার তাওহীদের অধীনে, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পতাকাতলে একত্রিত করি। ... আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তৌফিক দান করুন।

এ ছাড়াও সাধারণভাবে বিশ্বের অবস্থার জন্যও দোয়া করুন। বড় দ্রুত গতিতে এটি এমন পথে অগ্রসর হচ্ছে যে, এমন না হয় যে, এ মহামারীর হাত থেকে কোনক্রমে মুক্তি পেতে না পেতেই, আরেক আপদ হিসেবে বিশ্বযুদ্ধের রূপে আমাদের উপর না এসে পড়ে। আল্লাহ্ তা'লা বিশ্ববাসীকে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করুন, এবং এক খোদাকে চিনে তাঁর অধিকার আদায়কারী সত্তায় পরিণত করুন।

[১] দাখিলকৃত অভিযোগটি হল্যান্ড সরকার অসত্য ও ভিত্তিহীন হিসেবে নাকচ করে দেয়।